কোটচাঁদপুরে জাতীয় গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ৪৯তম জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি সমিতির গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা প্রশাসন ও মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের আয়োজনে ।

বৃহস্পতিবার দুপুরে শহরের সরকারি মডেল পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গনে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় ৩৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ৩১ টি ইভেন্টে অংশ গ্রহন করে। প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ দেলোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পিংকি খাতুন, অফিসার ইনচার্জ মঈন উদ্দিন, কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা বাহারুল ইসলাম, অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার রতন মিয়া। এসময় উপজেলা একাডেমিক সুপার ভাইজার ফারুক আহমেদ সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

সালাউদ্দীন শাওন সভাপতি ও মো: রফিক সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত

উৎসব মুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত গাংনী বাজার কমিটির ত্রি-বার্ষিক

নির্বাচনে সালাউদ্দীন শাওন সভাপতি ও মো: রফিক সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

ভোট গণনা শেষে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রিজাইডিং অফিসার মাহফুজুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল ঘোষণা করেন।

গাংনী বাজার কমিটির এই ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনে সালাউদ্দীন শাওন চাকা প্রতীকে ৪১১ ভোট পেয়ে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শাওনের দুলাভাই সাবেক সভাপতি মাহাবুবুর রহমান স্বপন আনারস প্রতীকে পেয়েছেন ৩৫৪ ভোট। এছাড়া অপর প্রার্থী শাফিউল বাশার চেয়ার প্রতীকে পেয়েছেন ১১৬ ভোট।

তুহিন রেজা মোটরসাইকেল প্রতীকে ৬০৮ ভোট পেয়ে তৃতীয় বারের মত সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আক্তারুজ্জামান কাজল মোবাইল ফোন প্রতীকে পেয়েছেন ২৫৪ ভোট।

মো: রফিকুল ইসলাম তালা চাবি প্রতীকে ৪৭৭ ভোট পেয়ে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সাবেক সাধারণ সম্পাদক বজলুর রহমান বুলু ছাতা প্রতীকে পেয়েছেন ৩৮০ ভোট।

রাজিব মিয়া রাজু খেজুর গাছ প্রতীকে ৪৭৮ ভোট পেয়ে সহ সধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আশিক ইকবাল তুষার অটোবাইক প্রতীকে পেয়েছেন ৩৮৭ ভোট।

মামনুর রশিদ টিউবওয়েল প্রতীকে ৪৬৬ ভোট পেয়ে অর্থ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সরোয়ার হোসেন টেবিল ফ্যান প্রতীকে পেয়েছেন ২০৯ ভোট ও অপর প্রতিদ্বন্দ্বী সজিব হোসেন মোমবাতি প্রতীকে পেয়েছেন ১৯৪ ভোট।

সামসুজ্জোহা পানির বোতল প্রতীকে ৪৬৮ ভোট পেয়ে দফতর সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হোসেন আলী পাঞ্জাবী প্রতীকে পেয়েছেন ৩৮৫ ভোট।

এছাড়া বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত হয়েছেন প্রচার সম্পাদক কামরুজ্জামান বাবু, নির্বাহি সম্পাদক এনামুল হক, জয়নাল আবেদীন, জুয়েল রানা বিপুল ও মফিজুল ইসলাম। এছাড়া বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত সাধারণ সদস্যরা হলেন লিটন হোসেন, মো: রতন আলী, বাবুল মিয়া ও হোসেন আলী।

সকাল ৯ টা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়ে একটানা বিকাল ৪ টা পর্যন্ত

চলে। সকাল ৯ টার সময় গাংনী বাজার কমিটির সম্মানিয় সদস্য ও মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন, উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক, গাংনী পৌর সভার মেয়র আহম্মেদ আলী ও উপজেলা আওয়ামীলগের সাধারণ সম্পাদক মোখলেছুর রহমান মুকুলসহ প্রার্থীরা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

এমসময় ভোটের পরিবেশ দেখতে আসেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম, গাংনী থানার ভারপ্রা্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকসহ প্রশাসনের উর্দ্ধন কর্মকর্তারা। রাজনৈতিক অঙ্গণের সকল নেতা কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

ভোট গণনা শেষে সন্ধ্যার দিকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভোটের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। এসময় গাংনী বাজার কমিটির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার ফজলুর রহমান ফজল, যুগ্ম কমিশনার সাংবাদিক মাজেদুল হক মানিক, আনারুল ইসলাম বাবু, রেজাউল হক উপস্থিত ছিলেন।

বাজার কমিটির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনে ৯৪৪ জন ভোটারের মধ্যে ৪৮৪ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রেয়োগ করেন। অনুপস্থিত ছিলেন ৬০ জন ভোট। এছাড়া ১৫ টি ভোট বাতিল হয়েছে।

নির্বাচনে আইনশৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অর্ধশতাধিক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছি। সকাল থেকে প্রার্থীদের স্ব স্ব কর্মীরা নির্বাচনের বাইরে গাংনী হাটবোয়ালীয়া সড়কে উৎসব মুখর পরিবেশ সৃষ্টি করে।

গাংনীর ধানখোলা ইউনিয়নে পরিকল্পনা কর্মশালা অনুষ্ঠিত

এসডিজি ইউনিয়ন গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রত্যাশা ভিত্তিক জনঅংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা কর্মশালা গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (৭ সেপ্টেম্বর) দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর সহযোগীতায় ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদ এ আয়োজন করে।

ধানখোলা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর আঞ্চলিক সমন্বয়কারী খোরশেদ আলম।

কর্মশালায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা সমন্বয়কারী হেলাল উদ্দিন, ইউ,পি সচিব মোঃ মতিয়ার রহমন,ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক ফোরামের সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোঃ আজিজুল হক,ধানখোলা ইউনিয়ন সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজনের সভাপতি মোঃ রফিকুল ইসলামসহ ইউপি সদস্য, সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, বিভিন্ন গ্রামের গন্যমান্য ব্যাক্তি প্রমুখ।

দিনব্যাপি আয়োজিত পরিকল্পনা কর্মশালা পরিচালনা করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর প্রশিক্ষন বিভাগের প্রশিক্ষক সুখময় পাল।

পরিকল্পনা কর্মশালায় এসডিজি স্থানীয়করণে পঞ্চবার্ষিকী কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণে স্থানীয় সম্পদ ও নেতৃত্ব, এবং সরকারি বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার করে ইউনিয়নের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত সমস্যা সমাধান করার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচনা শেষে ইউপি সদস্য ও পেনেল চেয়ারম্যান -২ মোঃ আবু সাইদ টোকনে সভাপতি করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা প্রনয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

গাংনীর সাহারবাটি ইউনিয়নে পরিকল্পনা কর্মশালা অনুষ্ঠিত

এসডিজি ইউনিয়ন গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রত্যাশা ভিত্তিক জনঅংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা কর্মশালা গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার(৬ সেপ্টেম্বর) দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর সহযোগীতায়

সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদ এ আয়োজন করে।

সাহারবাটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মশিউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর আঞ্চলিক সমন্বয়কারী খোরশেদ আলম। কর্মশালায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা সমন্বয়কারী হেলাল উদ্দিন, ইউ,পি সচিব মোঃ আব্দুল মতিন,হিজলবাড়ীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক মোঃ মনিরুজ্জামান মনি প্রমুখ।

দিনব্যাপি আয়োজিত পরিকল্পনা কর্মশালা পরিচালনা করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর প্রশিক্ষন বিভাগের প্রশিক্ষক সুখময় পাল।

পরিকল্পনা কর্মশালায় এসডিজি স্থানীয়করণে পঞ্চবার্ষিকী কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণে স্থানীয় সম্পদ ও নেতৃত্ব, এবং সরকারি বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার করে ইউনিয়নের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত সমস্যা সমাধান করার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সমাবেশ অনুষ্ঠিত

নারায়ণগঞ্জে হত্যাকান্ড পুলিশের গুলিতে নিহত শাওন হত্যা সহ সারাদেশে হামলা-মামলা নির্যাতনের প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সমাবেশ।

শনিবার বিকেলে মেহেরপুর জেলার বিএনপির প্রধান কার্যালয়ের সামনে জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাসুদ অরুনের সভাপতিত্বে এবং পৌর বিএনপি’র সভাপতি জাহাঙ্গীরের বিশ্বাসের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সদর উপজেলা যুবদলের সভাপতি লিয়াকত আলী, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনারুল ইসলাম, জেলা যুবদলের জয়েন্ট সেক্রেটারি মেহেদী হাসান রোকন, জেলা মহিলা দলের সভাপতি সাইয়েদাতুননেসা নয়ন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ সংগঠনিক সম্পাদক শাহাবুদ্দিন মোল্লা, মেহেরপুর জেলা বিএনপির মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক রায়হানুল কবির, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর

রশিদ, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আনারুল ইসলাম, মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মারুফ আহমেদ বিজন প্রমুখ বক্তব্য রাখছিলেন।

এ সময় জেলা উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের বিভিন্ন নেতা কর্মী উপস্থিত।

কুষ্টিয়া থানাপাড়া গণহত্যা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

গতকাল ২৮ আগস্ট কুষ্টিয়া শহরের থানাপাড়া গণহত্যা দিবস উপলক্ষে শহীদদের স্মরণে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার বিকেলে শহরের ছয় রাস্তা মোড়ের রোটারী ফিজিওথেরাপি সেন্টারে এ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

শহীদ পরিবার, কুষ্টিয়া’র সদস্য আহবায়ক শামসুজ্জামান সাদীর সভাপতিত্বে এবং শহীদ পরিবার, কুষ্টিয়া’র সদস্য সচিব ওবায়দুর রহমানের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বিজ্ঞ জিপি এ্যাড আ স ম আক্তারুজ্জামান মাসুম, একাত্তরের সামাজিক ইতিহাস গ্রন্থের লেখক গওহার নঈম ওয়ারা, সমাজসেবা অধিদপ্তরের সাবেক উপপরিচালক নজরুল ইসলাম, কুষ্টিয়া চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পরিচালক এসএম কাদেরী শাকিল, গণহত্যায় শহীদ পরিবারের সন্তান রফিকুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম, তপন, গবেষক ইমাম মেহেদী, রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়ার সৈয়দা হাবিবা ও সেক্রেটারি তুষার রতন প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, পাকিস্তানিদের সহযোগী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের চক্রান্তে আগস্টের ২৮ তারিখ রাতে থানাপাড়ার বিভিন্ন বাড়ি থেকে আট–দশজন যুবককে ধরে এনে ছয় রাস্তার মোড়ে জড়ো করা হয়। এঁদের অনেকেই এপ্রিল থেকে এযাবৎ গ্রামে গ্রামে কাটিয়েছেন। আবার

কেউ বন্যার কারণে, কেউ ফেলে যাওয়া ঘরবাড়ির দেখাশোনার জন্য শহরে এসেছিলেন। ছয় রাস্তার মোড়ের কাছেই আবদুস সবুর নামে একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। যুদ্ধের আগের বছর পরিবহন ব্যবসা শুরু করেন। ট্রাক ছিল তাঁর। ট্রাকের দুজন শ্রমিকসহ তাঁকে হত্যা করা হয়। শ্রমিক দুজনের নাম–ঠিকানা জানা যায়নি। ভেড়ামারা হাইস্কুলের তরুণ বিজ্ঞান শিক্ষক কামাল উদ্দিন শেখ ফেরত এসেছিলেন মেহেরপুর থেকে। সঙ্গে তাঁর এক শিশু বয়সী ভাই নুরুল ইসলাম শেখ। উদ্দেশ্য ছিল ছয় রাস্তার মোড়ের তাঁদের বাড়িটা রক্ষা করা আর পরিস্থিতি বুঝে একে একে পরিবারের অন্য সদস্যদের ফিরিয়ে আনা। এই দুই ভাইকেও হত্যা করা হয় সেই রাতে। তাঁদের পিতা নাজির আহমেদ শেখ ছিলেন কুষ্টিয়া সদর মহকুমা অফিসের প্রধান সহকারী।

অবিভক্ত নদীয়া জেলার নির্বাচিত জেলা পরিষদ সভাপতি এবং পরবর্তী সময়ে কুষ্টিয়া জেলার জি পি খানবাহাদুর শামসুজ্জহার পুত্র ব্যবসায়ী ওবায়দুর রহমান বুলু একাই বাড়ির দেখাশোনা আর বকেয়া কিছু কাজ করার জন্য গ্রাম থেকে শহরের বাড়িতে এসেছিলেন। তাঁকেও সে রাতে ধরে নিয়ে আসে হানাদারদের দোসর উর্দুভাষী আর জামাতিরা। তাঁর পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, তাঁদের প্রতিবেশী কুষ্টিয়া শহর রাজাকার বাহিনীর কমান্ডার এবং ‘পাক রেস্তোরাঁর’ মালিক উর্দুভাষী নেসার খাঁ এবং কুষ্টিয়া শান্তি কমিটির প্রধান সাদ আহমদ সেই রাতে ছয় রাস্তার মোড়ে অবস্থান করে হত্যার দিকনির্দেশনা দেন।

এই নেসারই ওবায়দুর রহমান বুলুকে ঘুম থেকে তুলে নিয়ে যান। এ ঘটনার অন্যতম সাক্ষী ছিলেন তাঁর ছোট ভাই, তখন মেডিকেল ছাত্র শওকত হায়াত শ্যামা। ঘটনার গুরুত্ব বুঝতে পেরে নেসারদের হাতে ধরা পড়ার আগেই ছোট ভাইকে অন্য দরজা দিয়ে বের করে দেন। শওকত হায়াত পাশের বাসায় আশ্রয় নিয়ে বেঁচে যান। বলে রাখা ভালো, থানাপাড়া গণহত্যার হোতা সাদ আহমদ তরুণ বয়সে শহীদ ওবায়দুর রহমান বুলুর পিতা খান বাহাদুর শামসুজ্জহার হাত ধরে তাঁদেরই বাড়িতে থেকে আইন ব্যবসার প্রাথমিক তালিম পেয়েছিলেন।

শহরের প্রধান সড়ক হাই রোডের আমতলার কেরোসিন বিক্রেতা তরুণ দিনু ওরফে দিন মহাম্মদকেও সেদিন উঠিয়ে নিয়ে আসে তারা। শেষ পর্যন্ত দিনুকে তারা সারা রাত আটকে রেখে ছেড়ে দিলেও বাকিদের জিকের ঘাটে (যেখানে এখন শেখ রাসেল সেতু নির্মিত হয়েছে) নিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে গড়াই নদে ফেলে দেয়। তাঁদের লাশের আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

দিনুর বয়ান অনুযায়ী, কুষ্টিয়ার তৎকালীন জামায়াত নেতা মহিউদ্দিন ওই হত্যাকারীদের সঙ্গে ছিল। তাঁকেসহ সাতজনকে যখন নদীর ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন ঘাটে বাঁধা জ্বালানি কাঠ (খড়ি)-এর নৌকার লোকজন জেগে গেলে নৌকায় থাকা তিনজনকে একসঙ্গে হত্যা করা হয়, নৌকার অন্য দুজন পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে গুলির হাত থেকে বাঁচলেও তাঁদের ভাগ্যে কী ঘটেছিল, তা জানা যায়নি। জনশূন্য জ্বালানি কাঠের সেই নৌকা অনেক দিন দাবিহীন পড়েছিল ঘাটে।
আলোচনা সভায় শেষে দোয়া মোনাজাত পরিচালনা করা হয়। এতে শহীদ পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, ১৯৭১ সালের ২৮ আগস্ট থানাপাড়া গণহত্যা দিবস। ১৯৭১ সালে এই দিন রাতে রাজাকারদের হাতে শহরের থানাপাড়া জিকে ঘাটে ১০ জন নির্মমভাবে শহীদ হন। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আবদুস সবুর, শিক্ষক কামাল উদ্দিন শেখ, কিশোর নূরুল ইসলাম শুকু, ওবায়েদ রহিম বুলু ও আক্কেল মোল্লা ঐদিন রাতে রাজাকারদের হাতে প্রাণ হারান। অবশিষ্ট পাঁচজনের পরিচয় আজও জানা যায়নি।

এরআগে, শহীদ পরিবার, কুষ্টিয়া’র সদস্য সচিব মোঃ ওবাইদুর রহমান ও নির্বাহী সদস্য মোঃ শহিদুল ইসলাম দিপু গতকাল কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র আনোয়ার আলী ও নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ রবিউল ইসলামের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতকালে শহীদ পরিবারের পক্ষ থেকে তারা “শহীদ স্মৃতি সড়ক” নামে একটি সড়কের নামকরণ ও সেখানে শহীদদের স্মৃতি রক্ষার্থে একটি নামফলক স্থাপনের অনুরোধ জানান।

মেহেরপুর জেলা সামাজিক-সম্প্রীতি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের গঠিত জেলা সামাজিক-সম্প্রীতি কমিটির সভায় প্রথম সভা মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আজ রবিবার (২১ আগষ্ট) সকাল ১১ টার সময় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নাজমুল হুদা,

মেহেরপুর সরকারী কলেজের উপধ্যক্ষ প্রফের আব্দুর রাজ্জাক, মেহেরপুর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) অপু সারোয়ার, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, জেলা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর(পিপি) অ্যাড. পল্লব ভট্টাচার্য তরুন, বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক হাসানুজ্জামান মালেক, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এড ইব্রাহিম শাহীন, মেহেরপুর হোটেল বাজার জামে মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা মোঃ রোকনুজ্জামান, গোভিপুর দাখিল মাদারাসার অধ্যক্ষ মাওলানা রমজান আলী, হিন্দু বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান এক্য পরিষদ নেতা শ্বাশত নিপ্পন, মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান লতিফুননেছা লতা, মেহেরপুর পৌরসভার কাউন্সিলর (৭,৮,৯, মহিলা) রোকসানা কামাল রুনু, মেহেরপুর সরকারী মহিলা কলেজের একাদশ শ্রেনীর ছাত্রী মাহাবুবা আফরোজ বিশ্বাস মায়াবীসহ বিভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ।

ঝিনাইদহে জাসদের বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহে জাসদের বর্ধিত সভা অনুস্ঠিত হয়েছে। গত মঙ্গলবার বিকালে শহরের উজির আলী হাই স্কুল এন্ড কলেজের মিলনায়তনে জেলা জাসদের উদ্যোগে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা জাসদের সভাপতি চন্দন চক্রবর্ত্তী’র সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাসদের স্থায়ী কমিটির সদস্য ও কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারন সম্পাদক ওবায়দুর রহমান চুন্নু। এছাড়া জেলা জাসদের সাধারন সম্পাদক ও জাতীয় যুব জোট কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারন সম্পাদক শামীম আকতার বাবু, মাগুরা জেলা জাসদের সহ সভাপতি মিয়া ওয়াহিদ কামাল বাবলু, যশোর জেলা জাসদের সাংগঠনিক সম্পাদক শরীফ আহমেদ বাপ্পি, ঝিনাইদহ জেলা জাসদের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক আজিজ খান, জেলা জাসদের দফতর সম্পাদক অধ্যাপক শাহানুর আলম, ঝিনাইদহ সদর উপজেলা জাসদের সাধারন সম্পাদক মনিরুজ্জামান উজ্জল, জাসদ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ

সম্পাদক বিদ্যুৎ হোসেনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সভার সঞ্চালনায় ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা জাসদের সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান মানিক।

বর্ধিত সভায় প্রধান অতিথি ওবায়দুর রহমান চুন্নুসহ অন্যান্য বক্তারা বলেন, জ্বালানী তেল ও সারের বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহারের কোন বিকল্প নেই। জ্বালানী তেলের দাম বাড়ার সাথে সাথে দেশের সব কিছুর দাম বেড়েছে। দ্রব্যমূল্যের মূল্যস্ফিতি এমন পর্যায়ে গেছে যা মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। এই মূহুর্তে জ্বালানী তেলের মূল্যবৃদ্ধি প্রত্যাহরসহ নিত্যপণ্যের দাম কমিয়ে কৃষক, শ্রমিক মেহনতি মানুষের ক্রয় সীমার মধ্যে আনতে হবে।

মুজিবনগরে শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী উদযাপনের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরে ৫ই আগষ্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৩ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকালে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে, মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকারের সভাপতিত্বে, প্রস্তুতি সভায় উপস্হিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস,মুজিবনগর থানা ইনচার্য ওসি মেহেদি রাসেল,উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার ডা: আসাদুজ্জামান,উপজেলা কৃষি অফিসার আনিছুজ্জামান খান, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ,উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আব্দুর রব সহ বিভিন্ন স্কুলের

প্রধান শিক্ষক,উপজেলা প্রশাসনে কর্মকর্তা বৃন্দ। সভায় বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল এর ৭৩ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের সিন্ধান্ত গ্রহর করা হয়।

মেহেরপুরে বিএনপির গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত

ভোলায় পুলিশ-বিএনপি সংঘর্ষে নিহত স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা আবদুর রহিমের গায়েবানা জানাজা মেহেরপুর জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনের সড়কে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার (১ আগস্ট) বেলা এগারোটার দিকে এই জানাজা হয়।

জানাজায় বিএনপি, অংগ ও সহযোগী সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী অংশ নেন। তারা নিহত আব্দুর রহিমের রুহের মাগফিরাত কামান করে দোয়া ও মোনাজাত করেন।

জানাজা পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম।।

জানাজায় অংশ নেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন, জেলা বিএনপির সহসভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, ইলিয়াছ হোসেন, আব্দুর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জুলফিকার আলী ভূট্টো, সাংগাঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল হক সেন্টুসহ বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

বক্তারা বলেন, বিদ্যুতের দাবিতে কর্মসূচি ছিল শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ। বিএনপির এই শান্তিপূর্ণ সমাবেশে ফ্যাসিবাদী সরকারের পুলিশ দিয়ে গুলিবর্ষণ করেছে। গুলি করে বিএনপি নেতা কর্মীদের হত্যা করে আমাদের আন্দোলনকে দমন করতে চায়। এটা প্রমাণিত হয়েছে এই দেশের মানুষ এই ফ্যাসিবাদী সরকারের দমননীতিকে ভয় করেনা। দেশ ও

গণতন্ত্র রক্ষার জন্য জীবন দিয়ে হলেও দেশ রক্ষা করবে বিএনপি নেতা কর্মীরা।

তারা বলেন, আব্দুর রহিমের রক্তকে বৃথা যাবেনা। এই শোককে শক্তিতে রুপান্তরিত করে দেশ ও গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলনকে আরো বেগবান করা হবে।